Manan
Multi-Disciplinary & Peer-Reviewed Journal,
Published & Edited by Sourabh Barman, Gobardanga, North 24 PGS, Pin - 743273, and
Printed by Ananya, Burobattala, Sonarpur, Kolkata - 150,
Vol. 9th Issue 1st, January 2019, Rs. 250/-
E-mail : mananjournal2011@gmail.com
Website : manan.home.blog

প্রকাশ
৯ বর্ষ, ১ম সংখ্যা
২৮ জানুয়ারি, ২০১৯

কপিরাইট
সম্পাদক, মনন

প্রকাশক
মনন
সৌরভ বর্মন
গোবরডাঙ্গা, উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩২৭৩
ফোন - ৯৮০৪৯২৩১৮২

মুদ্রণ
অনন্যা
বুড়ো বটতলা, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০ ১৫০
ফোন - ৯১৬৩৯৩১৪৬৫

মূল্য
২৫০ টাকা

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের উপন্যাসে গণ-প্রতিরোধ

সঞ্জয়কুমার কর*

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বাংলা সাহিত্যে একজন ব্যতিক্রমী লেখক। কথাসাহিত্যে তাঁর স্থান স্থায়ী হয়ে আছে অল্প কটি গ্রন্থ রচনা করে। জীবনের অভিজ্ঞতাকে তিনি অল্প কটি গ্রন্থে দক্ষতার সাথে তুলে ধরেছেন। বাংলা সাহিত্যে সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহর পর সম্ভবত আখতারুজ্জামান ইলিয়াসই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য লেখক, যিনি দুটো মাত্র উপন্যাস, বাইশটির মতো ছোটগল্প ও কয়েকটি প্রবন্ধ লিখে বাংলা সাহিত্যে একটি স্থায়ী মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। সমাজ, ঐতিহ্য ও ইতিহাস সচেতন এই শক্তিমান কথাসাহিত্যিক তাঁর ছোটোগল্প ও উপন্যাসে শ্রমজীবী মানুষের জীবনকেই উন্মোচিত করেছেন।

বাংলা সাহিত্যে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস এর প্রথম পরিচয় গল্পকার হিসেবে। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'চিলেকোঠার সেপাই' প্রকাশিত হয়েছে ১৯৮৬ সালে। তখন তিনি গল্পকার হিসেবে দুই বাংলার পাঠকের কাছে সুপরিচিত। দ্বিতীয় উপন্যাস 'খোয়াবনামা' প্রকাশিত হয় এর ঠিক ১০ বছর পরে ১৯৯৬ সালে। প্রথম উপন্যাসেই ইলিয়াস ঔপন্যাসিক হিসেবে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন। 'খোয়াবনামা' সে খ্যাতিকে আরো অনেক বিস্তৃত করেছে।

দুই উপন্যাসেরই উপজীব্য নিম্নবর্গের জীবনের বঞ্চনা, লাঞ্ছনা, শোষণ। প্রতিবাদ দুই উপন্যাসেই উপস্থিত। কিন্তু দুই প্রতিবাদের চেহারা আলাদা। 'চিলেকোঠার সেপাই'-এর মূল ঘটনাস্থল ঢাকা শহর, নেতাদের বাদ দিলে মূল প্রতিবাদকারী ঢাকা শহরের রিক্সাওয়ালা, দোকানের কর্মচারী, ভবঘুরে, ছাত্র, মিস্ত্রী-এরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। এদের লড়াইও তেমনি অসংগঠিত এবং শ্লোগানমুখর। এ আন্দোলন মুখ্যত রাজনৈতিক।

'খোয়াবনামা' উপন্যাসের মূল ঘটনাস্থল গ্রাম। দূর, নগণ্য, আত্মবিস্মৃত ঘুমন্ত গ্রাম। জেলে, মাঝি আর চাষী অধিকাংশই বর্গাদার। লড়াই তাদেরও, তবে তা অপেক্ষাকৃত নিঃশব্দ এবং স্বল্প উচ্চারিত। এ লড়াই প্রধানত সামাজিক ও অর্থনৈতিক। 'চিলেকোঠার সেপাই'-এ শহুরের নিম্নবিত্ত আর 'খোয়াবনামা'-য় গ্রামীণ নিম্নবিত্ত, দুই উপন্যাসে এই দুই জাতের এলোমেলো জনতাই আসর জমিয়ে রেখেছে।

---

*সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শিলদা চন্দ্রশেখর কলেজ।

৪৭-উত্তর পূর্ব পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মলগ্ন থেকে বাঙালী জীবনের টানাপোড়েনের ইতিহাসকে তিনি তাঁর লেখায় তুলে ধরেন। বাঙালীর একটি স্বাধীন যে আকাঙ্ক্ষা ৪৭এর দেশভাগের পর থেকে, সেই আকাঙ্ক্ষাকে তিনি চিহ্নিত করেন তাঁর কথাসাহিত্যে। শুধু আকাঙ্ক্ষাই নয় তার বাস্তবায়নের জন্য পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের মানুষ যে লড়াই সংগ্রাম করে তার লিখিত রূপ দেন তিনি। সাহিত্য ইতিহাস নয়, কিন্তু ইতিহাসকে আশ্রয় করে তা মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে যে ভাবে মূর্তিমান করে তোলে, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'চিলেকোঠার সেপাই' (১৯৮৬) উপন্যাসে ১৯৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থানকে সেভাবে মূর্তিমান করে তুলেছেন। ১৯৬৯ এর সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের সার্বিক আন্দোলন ও গণ অভ্যুত্থান হল এই উপন্যাসের পটভূমি। উপন্যাসে দেখা যায় ঢাকার জন বিক্ষোভের পাশাপাশি প্রবহমান গ্রাম-বাংলার মানুষের বিক্ষোভ। সমান্তরাল ধারায় দুই অংশের মানুষের আন্দোলনের এক সার্বিক ছবি রয়েছে উপন্যাসে। লেখকের লক্ষ্য ওসমান যে মধ্যবিত্ত ভীরু মানসিকতার প্রতিভূ-তার এই ভীরু স্বভাবের মধ্যেই লেখক এগিয়ে চলার সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। তিনি এই উপন্যাসে জনজাগরণের কণ্ঠস্বরকে রূপায়িত করতে চেয়েছেন এবং তা করেছেন বিচ্ছিন্নতা থেকে সংঘবদ্ধতার মাধ্যমে, দূরত্ব সরিয়ে নিকটের একজন হওয়ায় লক্ষ্যে।

'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসে কাহিনী পশ্চাৎপটে আছে জননেতা মুজিবুর রহমান প্রমুখ আওয়ামী লিগের কয়েকজনের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের আইয়ুব শাহী সরকারের আনা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও মুজিবের কারাবাস, মামলা প্রত্যাহার আর মুজিবের মুক্তির দাবীতে প্রধানত ছাত্রদের নেতৃত্বে গণ-আন্দোলন (১৯৬৭-৬৮) এবং অবশেষে দেশব্যাপী বিক্ষোভের চাপে ১৯৬৯ সালে মুজিবের মুক্তিলাভ।

সামরিক শাসনের পক্ষপাতী যারা তাদের সঙ্গে স্বাধীনতাকামী মানুষদের লড়াই চমৎকার এঁকেছেন লেখক। একদিকে জালালউদ্দিন, খয়বার গাজী, আনোয়ার প্রভৃতি, অন্যদিকে ওসমান, শওকত, সিকানদার প্রভৃতি। ওসমান চরিত্রটি লেখকের বাস্তবতাবোধের প্রমাণ। সে একাধারে ছিন্নমূল ও অসহায় এবং সে কারণে সে ভীতু। রাস্তার মিছিল দেখে সে উত্তেজিত হলেও ভয়ের জন্যই সে আবার নিজেকে গুটিয়ে নেয়।

কাহিনীতে লেখক গুরুত্ব দিয়েছেন প্রতিবাদী চেতনার জাগরণ এই স্বরূপ হিসেবে। এই মিছিল চলমান মিছিল, শাশ্বত বোধের মিছিল। যেমন- "ওসমানের বুক ছমছম করে: এই এতো মানুষের সবাই কি তার মতো শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়া মাছ ভাত খাওয়া সাধারণ মানুষ? এই যে জনপ্রবাহ, এর অনেকের কাপড় চোপড়, চেহারা তার কাছে অপরিচিত ঠেকছে। এরা কে?" উপন্যাসটিতে স্বাধীনতার জন্য মানুষের আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা এবং

তা যে প্রতিবাদী মানসিকতার ও সঙ্ঘবদ্ধ চেতনার মাধ্যমে সম্ভব-সেই দিকটিকেই লেখক উপস্থাপিত করেছেন।

এই উপন্যাসের কাহিনী হল মস্ত বড়ো গণ-আন্দোলনের একটা ছোটো অংশ। কয়েকটা বিক্ষিপ্ত টুকরো। এই একটা মহল্লার কিছু মুখচেনা মানুষজন নিয়ে যে ছেঁড়া অংশগুলি তারাই এই কাহিনীর পাত্রপাত্রী। তাদের মিলিয়েছে পাকিস্তানী অত্যাচার আর মিলিটারী শাসন, লাঞ্ছনা আর অপমান, ক্রোধ আর প্রতিরোধ স্পৃহা-পদাহত মনুষ্যত্ব। প্লট নেই, কিন্তু ঘটনার অন্ত নেই। আজ প্রতিবাদসভা, হরতাল, বেপরোয়া গুলি চালানো-ঘটনা এভাবেই ঘটেই চলেছে। উপন্যাসের নির্দিষ্ট আদি-মধ্য-অন্ত্য বিশিষ্ট যে কাহিনী থাকে এই উপন্যাসে তেমন কোন সংহত কাহিনী নেই, বরং কাহিনীর মধ্যে আছে খাপছাড়া ভাব। মনে হয়, লেখক তা সচেতনভাবেই করেছেন এবং তা করেছেন একারণেই যে কাহিনী বয়নের দায়ভার তিনি ভেঙে ফেলতে চান। তাছাড়া উপন্যাসে বারবার এসেছে মিছিলের প্রসঙ্গ এবং এর দ্বারা মানুষের বিপন্নতাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখিয়েছেন।

ইলিয়াসের দ্বিতীয় উপন্যাস 'খোয়াবনামা'। 'খোয়াবনামা' কথাটার অর্থ হল স্বপ্নের দলিল, স্বপ্নের ইতিবৃত্ত বা পরিচয়। মহাকাব্যোচিত এই উপন্যাসে লেখক এই গ্রাম বাংলার নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী মানুষের জীবনালেখ্য সহ ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, আসামের ভূমিকম্প, তেভাগা আন্দোলন, ১৯৪৩ এর মন্বন্তর, পাকিস্তানের আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপাদান উপস্থাপিত করেছেন। দেশবিভাগ ও স্বাধীনতা লাভের মুহূর্ত এবং তার পরবর্তী সময়ের উত্তরবঙ্গের গ্রামের মুসলমানদের সামগ্রিক জীবনচর্চা হল এই উপন্যাস।

সাধারণ মানুষ তাদের জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য যে স্বপ্ন বা খোয়াব দেখে, সে কথাই লেখক উপন্যাসের নামকরণে ব্যঞ্জিত করেছেন। উপন্যাসে দেখা যায়, গ্রামের যুবক তমিজ চাষের জমি খুঁজছে, ভাল জমি নিয়ে চাষবাস করবে, ঘর-গেরস্থালি করবে। শুধু তমিজ নয়, কুলসুম, বৈকুণ্ঠ কালাম মাঝি, তার বিবি-সবাই স্বপ্ন দেখে। লেখক এই উপন্যাসে দেশবিভাগ পরবর্তী কালের বগুড়া অঞ্চলের অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ আধিয়ার, বর্গাদার, গ্রাম্য জোতদার, ব্যবসায়ী, চাকুরে প্রভৃতি বিভিন্ন পেশার মানুষের চরিত্র অঙ্কন করেছেন।

ইলিয়াসের 'খোয়াবনামা'-র খোয়াবের আকর হল সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ। সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ একটানা চলে নি। এক এলাকাতেও এ বিদ্রোহ সীমাবদ্ধ ছিল না। অত্যাচারিত ও অনন্যোপায়হীন চাষি, ভাঙা জমিদারদের পাইকলেঠেল, ভাগ্যসন্ধানী সেনা

সবরকম বেপরোয়া মানুষ জুটেছিল বিভিন্ন সন্ন্যাসী ও ফকিরের দলে। এ বিদ্রোহের ঢেউ অনেক দূর বিস্তৃত হলেও মূল ঘটনাস্থল ছিল গোটা উত্তরবঙ্গ, বিহার, ঢাকা, ময়মনসিংহ। নামে সন্ন্যাসী-ফকির হলেও এ বিদ্রোহ ধর্মীয় ছিল না, অন্তত মূলত তা নয়। এ বিদ্রোহ কুশাসন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ। বলা যেতে পারে, মূলত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক। মজনু শাহ, চেরাগ আলি, ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরাণী এরাই এ বিদ্রোহের নেতা, অধিকাংশ সময়ই পৃথক ভাবে, কখনো মিলিত ভাবে।

উপন্যাসে অতিলৌকিক উপাদানের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে রয়েছে দেশকালের সমকালীন প্রেক্ষাপট। যেমন জমিদার, জোতদার, বর্গাদার, সম্পর্কের টানাপোড়েন, চাষবাসের সমস্যা, শ্রেণীগত উচ্চ-নীচ ভেদ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কলকাতায় জাপানি আক্রমন, যুদ্ধের প্রভাবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ ও দাঙ্গা, মুসলিম লিগের উত্থান প্রভৃতি প্রসঙ্গ।

'চিলেকোঠার সেপাই' ভাষার জন্য ছাড়াও, প্রধানত আধুনিক তার অনমনীয় সংগ্রামী মানসিকতার জন্য; শক্তিমানের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও বিদ্রোহের সাহসের জন্য; 'মানব না' বলার মৌল মানবিক অধিকাররে জন্য। 'খোয়াবনামা'-র প্রগতিশীলতা তথা আধুনিকতা অন্য জাতের এবং অপেক্ষাকৃত জটিল। ভাষার আধুনিকতায় 'খোয়াবনামা' কারো থেকে কম নয়। কোদালকে কোদাল বলার ক্ষমতায় দুটি উপন্যাসই পরস্পরের সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর প্রগতিশীলতা 'খোয়াবনামা'-তেও আছে। কিন্তু পরিস্থিতির ভিন্নতায় তা একটু কম উচ্চারিত, গ্রাম বলেই তা একটু নিম্নকণ্ঠ। কিন্তু অন্য যে আধুনিকতার পরিচয় 'খোয়াবনামা'-তে পাওয়া গেল, বাংলা কথাসাহিত্যে এখনো তা দোসরহীন-জাতীয় অবচেতনে ডুব দেবার চেষ্টা। বাইরে বাইরে প্রদক্ষিণ নয়, জাতীয় মানসে অবতরণের সাহসী সংকল্প।

ইলিয়াসের সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে পুনরাবৃত্তির অভিযোগ করা যাবে না। তার গল্পগুলো একটা থেকে অন্যটা এবং উপন্যাস দুটো খুব স্পষ্টভাবে স্বতন্ত্র—যদিও দুটোই রাজনৈতিক উপন্যাস। ইলিয়াসের উপন্যাসে অন্যতম একটি অনুষঙ্গ—সময় বা বলা যায় ইতিহাস—যা মূলত বিমূর্ত, সেই অনুষঙ্গ মূর্ত হয়ে জীবন্ত একটি চরিত্রে পরিণত হয়। তাঁর দুটো উপন্যাসই পুরোপুরি রাজনৈতিক, কারণ এদের উপজীব্য হলো আমাদের জাতীয় জীবনের দুটো গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা অর্থাৎ ইতিহাসের দুটো খুবই উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। 'চিলেকোঠার সেপাই' যেমন উনসত্তরের গণআন্দোলনকে ঘিরে গড়ে ওঠে, তেমনি 'খোয়াবনামা' উপজীব্য করে ১৯৪৭-এর পাকিস্তান আন্দোলন বা দেশ বিভাগ। এ দুই

আন্দোলনই ইলিয়াস এতটাই ব্যাপকভাবে এবং একাগ্রচিত্তে ব্যবহার করেন এবং এদের প্রভাবে মানবচরিত্রগুলোও এতটাই আলোড়িত আন্দোলিত হয় যে, তাদের ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখ প্রেমপ্রীতি মাঝে মাঝে স্ফুলিঙ্গের মতো উড়লেও তা রাজনীতির অমোঘ টানে অসহায়ভাবে ভেসে যায়। এভাবে নানা ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে চরিত্র ও তাদের জীবনযাত্রার অমোঘ নিয়তি লিখে রাজনীতি, ইতিহাস, সর্বোপরি সময় হয়ে ওঠে এক অদৃশ্য কিন্তু মহাশক্তিধর চরিত্র।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের উপন্যাসে একজন বিশ্বমানের ঔপন্যাসিকের সব বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান। তাঁর উপন্যাসের কালিক প্রেক্ষিত যেমন ব্যাপক, তেমনি তার ভৌগোলিক পরিপ্রেক্ষিতও বেশ বড়। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার শৈল্পিক প্রকাশ তার বর্ণনা ও সংলাপ ব্যবহারে পরিমিতি ও যথার্থতা এবং এভাবে জীবন্ত মানুষ, জীবন্ত মেয়ে মানুষ সৃষ্টির ক্ষমতা বাস্তবিকই তাঁকে বিশ্বের প্রথম সারির ঔপন্যাসিকের মর্যাদা দান করেছে।

তথ্যসূত্র :

১. বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা - সত্যেন্দ্রনাথ রায় (দ্বিতীয় সংস্করণ : শ্রাবণ ১৪১৬)

২. কালের বিবর্তনে দুই বাংলার উপন্যাস - সম্পাদনা সুব্রত কুমার পাল (প্রথম প্রকাশ : ২৬ জানুয়ারি, ২০১৭)